দাবিক ১১ হতে সংকলিত, অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

রাফিদাহদের মাহদীঃ

আদ-দাজ্জাল

যেহেতু কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে, তাই ভবিষ্যতের ঘটনাবলির জাল বর্ণনাগুলোর উপর মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ সেগুলো নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ভ্রান্ত দলগুলোর কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখবে। এই বর্ণনাগুলোর একটি হল রাফিদাহদের "মাহদী", যে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে, যা সুন্নাহতে বর্ণিত ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ ও হেদায়েতপ্রাপ্ত মাহদীর বিপরীত। কেয়ামত যতই ঘনিয়ে আসছে, এই প্রতীক্ষিত অশুভ নেতার আবির্ভাবের প্রস্তুতিতে রাফিদাহরা তত বেশি ইহুদিদের কাতারে শামিল হচ্ছে। "মাহদী"সংক্রান্ত রাফিদাহদের বর্ণনা পড়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে দাজ্জাল ব্যতীত অন্য কেউ নয়।

রাফিদাহদের (ভাষ্য) অনুযায়ী, "মাহদী"হল আল-হাসান আল-আসকারির তথাকথিত ছেলে যার নাম "মোহাম্মাদ"। আল-হাসান আল-আসকারি প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তারা দাবী করে যে "মাহদী"মোহাম্মাদ তার বাবার মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। আহলুস-সুন্নাহ'র উলামাগণ সন্দেহ পোষণ করেন যে, আল-হাসান আল-আসকারির কোন ছেলে আদৌ বেঁচে ছিল কিনা, অথচ রাফিদাহরা দাবী করে তার একটি ছেলে ছিল যাকে তার বাবা অথবা তার আত্মীয়রা গোপন করে রেখেছিল এবং অবশেষে সে সামাররার নিকটবর্তী কোথাও চূড়ান্তভাবে আত্মগোপনে চলে যায় এবং এক হাজার বছরেরও বেশি সময় আত্মগোপনে থাকার পর কিয়ামতের পূর্বে আবার আবির্ভূত হবে কিংবা তারা যেমনটি দাবী করে। এখানে, আমরা তাদের "সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য" [১] কিতাবাদি থেকে তাদের "মাহদী"সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা তুলে ধরবো।

রাফিদাহ আন-নু'মানি তার গ্রন্থ "আল-গায়বাহ"তে উল্লেখ করেছে যে, "যখন ইমাম (মাহদী) ডাকবেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর (আল্লাহ'র) হিব্রু নামে প্রার্থনা করবেন"।

"আল-কাফি" গ্রন্থে, রাফিদাহ আল-কুলায়নি একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দেয় এইভাবেঃ "অধ্যায়ঃ যখন ইমামগণ আবির্ভূত হবেন তারা দাউদ এবং দাউদের পরিবারের আইন অনুযায়ী শাসন করবেন"। তারপর সে বর্ণনা করে যে, জা'ফর আস-সাদিক বলেন, "যখন আল-ক্বাইম (অর্থাৎ "মাহদী") মোহাম্মাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন, তিনি দাউদ এবং সুলাইমানের আইন অনুযায়ী শাসন করবেন"। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, জা'ফর আস-সাদিক বলেন, "পৃথিবী ধ্বংস হবেনা যতক্ষণ না আমার সন্তানদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ দাউদের আইন দ্বারা শাসন করবে"। আল-কুলায়নি আরও বর্ণনা করে যে, জা'ফর আস-সাদিক কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

১ নির্ভরযোগ্যতা একজন মিথ্যাবাদী রাফিদাহর জন্য এমন একটি অসম্ভব ব্যাপার যা সে কখনই অর্জন করতে পারবেনা, কারণ তারা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে কুখ্যাত। তদুপরি তাদের বর্ণনাগুলো স্পষ্ট জাল হওয়া স্বত্বেও, তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে, ঠিক যেমনটি ইহুদিরা দাজ্জালের অনুসরণ করবে যার ব্যাপারে তারা ভিত্তিহিনভাবে দাবী করে থাকে যে, দাজ্জালই হল মাসিহ।

ইস্পাহান থেকে ৭০০০০ হাজার ইহুদী দাজ্জালকে অনুসরণ করবে

"আপনি কোন আইন দ্বারা শাসন করবেন?" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "দাউদের পরিবারের আইন দ্বারা"।

"আল-ইরশাদ" এ, রাফিদাহ আত-তুসি বর্ণনা করে যে, জা'ফর আস-সাদিক [২] বলেন, "আল-কুফা থেকে আল-ক্বাইম এর সাথে মুসার ক্বওমের মধ্য থেকে সাতাশ জন লোক, গুহার সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তি, ইউশা, সুলাইমান, আবু দুজানাহ আল-আনসারি, আল-মিকদাদ এবং মালিক আল-আশতার আবির্ভূত হবেন। তাঁরা হবেন তাঁর (মাহদীর) সাহায্যকারী"।

রাফিদাহ আল-মাজলিসি তার "বিহার আল-আনওয়ার" এ বর্ণনা করে যে, জা'ফর আস-সাদিক বলেন, "আল-ক্বাইম আরবদের সাথে লাল আইন অনুযায়ী আচরণ করবেন"। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, "লাল আইন কি?" জবাবে তিনি তার ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বুঝালেন যে, তা হল হত্যা। আল-মাজলিসি আরও বর্ণনা করে যে জা'ফর আস-সাদিক বলেন, "আরবদের ভয় কর, কেননা তাদের একটি (ভয়ঙ্কর) খারাপ ভবিষ্যৎ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই, তাদের মধ্যে একজনও আল-ক্বাইমের অনুসরণ করবেনা যখন তিনি আবির্ভূত হবেন"।

রাফিদাহ আল-নু'মানি "আল-গায়বাহ"তে বর্ণনা করে যে, মোহাম্মাদ আল-বাক্বির বলেন, "যদি লোকেরা জানত যে আল-ক্বাইম আবির্ভূত হওয়ার পরে কি করবেন, তাহলে বেশিরভাগ লোকেরাই তাকে দেখতে চাইতনা, তাঁর অধিক সংখ্যক লোককে হত্যা করার কারণে। তিনি তাঁর হত্যাযজ্ঞ শুরু করবেন শুধুমাত্র কুরাইশদের হত্যা করার মাধ্যমে। তিনি তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করবেন না এবং তিনি তাদেরকে তরবারি ছাড়া আর কিছু দিবেন না"। আন-নু'মানি আরও বর্ণনা করেছে যে, জা'ফর আস-সাদিক বলেন, "যখন রাসূলের পরিবার থেকে আল-ক্বাইম আবির্ভূত হবেন, তিনি ক্বুরাইশদের থেকে ৫০০ জন মানুষকে বের করবেন এবং তাদের গর্দানে আঘাত করবেন। তারপর আরও ৫০০ জনকে বের করবেন এবং তাদের গর্দানে আঘাত করবেন। এভাবে তিনি ছয় বার তা করবেন (তারমানে তিনি ক্বুরাইশদের থেকে তিন হাজার পুরুষকে হত্যা করবেন)। তিনি তাদেরকে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের হত্যা করবেন"। সে আরও বর্ণনা করেছে যে জা'ফর আস-সাদিক বলেছেন, "যখন আল-ক্বাইম আবির্ভূত হবেন, তাঁর মধ্যে এবং আরব ও ক্বুরাইশদের মধ্যে তরবারী ছাড়া আর কোন কিছুই থাকবেনা"।

সুতরাং রাফিদাহ "মাহদী" হিব্রুতে কথা বলবে, তাওরাত অনুসারে শাসন করবে, ইহুদীরা তাকে অনুসরণ করবে এবং সে আরবদেরকে হত্যা

২ খেয়াল রাখতে হবে যে মোহাম্মাদ আল-বাক্বির, জা'ফর আস-সাদিক এবং আল-হাসান আল-আসকারি কেউই রাফিদাহ ছিলেন না। আলী, ফাতেমা, আল-হাসান, আল-হুসেইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যেরকম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার থেকে ছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁরাও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পরিবার থেকে ছিলেন এবং যেভাবে রাফিদাহরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর নিকটবর্তী পরিবারবর্গের নামে মিথ্যা ছড়িয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর মহৎ বংশধরদের ব্যাপারেও মিথ্যা রচনা করেছে।

করবে, বিশেষ করে ক্বুরাইশদেরকে। এটা কি সেই মাহদীর বর্ণনা নাকি দাজ্জালের? ভেবে দেখুন, আসবাহান (বর্তমানে ইরানের ইস্পাহান) থেকে সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালকে অনুসরণ করবে, যেভাবে মুসলিমে আনাস থেকে বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়।

এও চিন্তা করুন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে খাওয়ারেজীদের অঞ্চল থেকে যা ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়। এও চিন্তা করুন যে, যারা ক্বদরকে অস্বীকার করে তারাই দাজ্জালের অনুসারী, যা হুদাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়। এটা দুইটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। রাফিদাহরা সবচেয়ে বড় খারেজী সম্প্রদায় থেকে এসেছে। তাদের এবং অন্যান্য খারেজীদের একটি সাধারণ উৎস হল ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা'যে সত্যনিষ্ঠ খালিফাহ উসমানের (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। এ কারণে অনেক উলামাগণ খারেজীদের "সাবাইয়্যাহ"[৩] নামে উল্লেখ করেছেন । এছাড়াও, রাফিদাহরা উম্মাহ'র অধিকাংশকে তাকফির করার জন্য কুখ্যাত, যার মধ্যে সর্বোত্তম উম্মাহ, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগন রয়েছেন এবং এরা খুলাফা'দের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য এমনকি খুলাফা' ও তাঁদের প্রজাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ও তাতারদের সাথে মিত্রতা করার জন্য কুখ্যাত। রাফিদাহদের মুসলিমদের (যারা রাফিদাহ বিশ্বাসে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল) উপর গণহত্যা চালানোর (কালো) ইতিহাস রয়েছে। এটা সাফাভী সাম্রাজ্যে (১৫০১-১৭৩৬ হিজরি) এবং পারস্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এর যুদ্ধে সবচেয়ে স্পষ্টরূপ ধারণ করেছিল। পরিশেষে, রাফিদাহরা "ক্বাদারিয়্যাহ" সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি (দল) যারা এটা অস্বীকার করে যে ভালো এবং মন্দ আমলসমূহ আল্লাহর ক্বাদর এর কারণেই হয়ে থাকে।

এভাবে মুরতাদ রাফিদাহরা বড় শিরকের সাথে জড়িত {রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের ইবাদত করা} এবং তারা কুরআন ও সুন্নাহ'কে অস্বীকার করে {যেহেতু তারা দাবী করে যে সাহাবাগন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ধর্মীয় কিতাবাদিকে পরিবর্তন করেছেন}, সাহাবাদেরকে ও উম্মুল মু'মিনিনদেরকে তাকফির করে এবং খারেজী ও ক্বাদারিয়্যাহদের ভ্রান্ত বিদ'আতে বিশ্বাস করে। এটা অনুধাবন করলে পাওয়া যায় যে, বাস্তবে ইহুদীরা তাঁদের তথাকথিত মসীহ'র জন্য অপেক্ষা করছে যেহেতু তারা ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে যিনি কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় আসবেন। সুতরাং এটা আশা করা যায় যে, রাফিদাহরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহুদীদের সাথে প্রকাশ্যে মিত্রতা করবে।[৪]

আমরা আল্লাহর কাছে আহলুস-সুন্নাহ'র জন্য দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

---

৩ ইরান ও ওমানের ওয়ালা'(মিত্রতা) থেকে রাফিদাহদের ও অন্যান্য খারেজীদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ওমানের অধিকাংশ জনগণ ইবাদিয়্যাহ এবং তা এদের (ইবাদিয়্যাহ) দ্বারা শাসিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে ইবাদিয়্যাহ একটি ভ্রান্ত খারেজী সম্প্রদায় ছিল কিন্তু গত শতাব্দীতে তারা এক মুরতাদ জাহমি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের তাগুত সুলতান মানবরচিত আইন প্রণয়ন করে এবং ক্রুসেডার, আরব ও অনারব তাওয়াগীত যেমন আল-সালুল এবং রাফিদাহদের সাথে তার ওয়ালা' (মিত্রতা) রয়েছে।

৪ যদিও এটা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় যে ঠিক কতজন বের হবে, কিন্তু এটা খুব কৌতূহলপূর্ণ বা মজার ব্যাপার যে সাম্প্রতিককালে আমেরিকান রাব্বিদের থেকে ৩৪০ জন আমেরিকান কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখেছে যাতে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে পুনঃমীমাংসা ঘটে, যা ১৮ আগস্ট ২০১৫তে "আই২৪নিউজ" (একটি ইহুদী চ্যানেল) এ "ইরানের পারমাণবিক চুক্তির পক্ষে শত শত আমেরিকান রাব্বিদের মৌখিক সমর্থন" শীর্ষক অনুচ্ছেদে লেখা হয়। এ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামরিক গোয়েন্দা শাখার পরিচালক অধিদপ্তরের গবেষণা বিভাগ ইহুদী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে তাদের সহাবস্থান প্রদর্শন করে এবং তা "এ চুক্তির ফলে সম্ভাব্য উপকারিতার উপর জোর দেয়"।